টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে সমসেরগঞ্জ থানার অধীন প্রতাপগঞ্জ হাট আগামী ইং ২৪-১১-৭০ তারিখে ধুলিয়ান জে, এল, আর, ও অফিসে বেলা ১১টার সময় প্রকাশ্য নিলাম ডাকে সন ১৩৭৮ সালের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নিলামে অংশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইস্তাহারে বর্ণিত যাবতীয় সর্তাবলীর নোটীশ জঙ্গীপুর মহকুমার সরকারী অফিস সমূহে দেখিতে পাইবেন।

Subdivisional Land Reforms Officer,
Jangipur. 3. 11. 70

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৭ ইং 11th Nov. 1970 | ২৫শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লি

কর্ম্মখালি—রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য দারোয়ান—কাম—নাইটগার্ড আবশ্যক। সবল, কর্মঠ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা থাকিলে বিশেষ যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪।১১।৭০

সেক্রেটারী ৪।১১।৭০

কনষ্টেবল নিয়োগ

এতদ্দ্বারা জানান যাচ্ছে যে আগামী ১৫ই নভেম্বর সকাল ৮ ঘটিকায় বহরমপুর লাইনে কলিকাতা সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর জন্য কনষ্টেবল নিয়োগ করা হবে। নিম্ন উল্লিখিত যোগ্যতা থাকা দরকার। উচ্চতা—৫' ৮," বুকের ছাতি—৩১," ওজন—১২০ পাউণ্ড, বয়স—১৮ থেকে ২৫ বৎসর, যোগ্যতা-শিক্ষণ—ইংরাজী ও বাংলা লিখিতে ও পড়িতে জানা চায়।

প্রহ্লাদ যেমন তাঁর দেবতাকে গরলের নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, বিদুর যেমন তাঁর কুটিরে ক্ষুদকণা দিয়া নারায়ণের সেবা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তেমনি এই দরিদ্র জনপদ দেশবন্ধুর স্বর্গার্থে তাহারা সামান্য তণ্ডুল-কণা ও যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্য দক্ষিণা স্বরূপ দিয়া নিজের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ॥

গত ৫ই নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শুধু স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসেই নয়, বাংলা তথা ভারতের প্রাণসত্তায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার অপূর্ব ব্যক্তিত্ব লইয়া আজিও দ্যুতিমান। তাঁহার সার্থক নেতৃত্ব এদেশের জাতীয় জীবনকে এক বিরাট জাগরণের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। আর সেই সময় হইতে সারা দেশে দেশপ্রেমের যে জোয়ার বহিয়া যায়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন সংগ্রামের পথদর্শী, দেশপ্রেমের মহান্ সাধক এবং ত্যাগপূত সন্ন্যাসী। তিনি দেশবাসীকে দিয়াছিলেন আশার আলো; আর নিজে পাইলেন অটুট ও অবিচল আন্তরিক শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা আসিয়াছে স্বতস্ফূর্ত আকারে। আপন মহিমায় তিনি আপনি উজ্জ্বল। চিত্তরঞ্জন ছিলেন নীরব, সার্থক এবং খাঁটি দেশহিতব্রতী, সংগ্রামী পুরুষ।

তিনি কীর্তিতে বিরাট, কৃতিত্বে সার্থক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহে ভরপুর। সদা ভাবুক তিনি কাব্য-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতৃকার সেবার অনুপ্রেরণায় নানা সাধনার স্তরে উপনীত হন। এই সাধনা জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। জীবনের বিচিত্র ঘটনা তাঁহাকে নানা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পরিচালিত করিয়াছিল এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। বাস্তবতার ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহাকে ক্রমশঃ খাঁটি মানুষে পরিণত করে। দেশবাসী এই মানুষটিকে চিনিয়া লইতে ভুল করেন নাই। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তির উপচারে একদা যেমন দেশবন্ধুর পূজা করা হয়, আজও সেইরূপ হইতেছে। ইহার জন্য চিত্তরঞ্জনকে দেশ-শাসনের কর্ণধার হইতে হয় নাই; ধর্না দিয়া দিয়া আপন নেতৃত্বকে ফলাও করিতে হয় নাই। ভুয়া রাজনীতি যাঁহাদের একমাত্র সম্বল, ইহা তাঁহাদেরই মুখোশ।

বিষম বিস্ময়ের কথা যে, যিনি ঐশ্বর্য্য-বিলাসে দিনরাত ডুবিয়া থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে কী করিয়া সম্ভব হইল স্বেচ্ছাদৈন্য বরণ করা। দেশের মুক্তিপণ দিলেন আপন ধনসম্পদ বিলাইয়া। একদিকে যেম সুপ্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, আর একদিকে নিমেষে তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে ত্যাগ করিলেন। ঐশ্বর্যের বন্ধন তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। যিনি অলৌকিক ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে পার্থিব-সম্পদ আকৃষ্ট করিবে কী প্রকারে?

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি একজন সুযোগ্য পরিচালক। চলার পথে বহু কাঁটা জুটিয়াছে। নিজ বিচক্ষণতায় তাহা হইতে তিনি দূরে ছিলেন। সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল বলিয়াই শক্তহাতে সেদিনে তিনি হাল ধরিতে পারিয়াছিলেন; নতুবা ক্ষমতা-লোলুপতার স্রোত কবে সে হালকে ভাঙ্গিয়া দিত। নূতন পথের নির্দ্দেশ ভীতিহীন চিত্তে ও অকপটভাবে দিয়াছিলেন। আজ এত প্রবল ভেদবুদ্ধি যাহাতে বহু নেতা বাজি জিতিবার চেষ্টায় থাকেন, সেদিনে এই দেশবন্ধু সকল ভেদবুদ্ধি হইতে জনমানসকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন শুধু সুষ্ঠু নেতৃত্বের দ্বারা। ইহার জন্য কোন কোন সময় তাঁহাকে কঠোর হইতে হইয়াছিল।

অথচ এই বিরাট পুরুষের হৃদয় ছিল কুসুম-কোমল। অসহায়, দুঃখী ও প্রার্থী তাঁহার হৃদয়-মন্দাকিনীর শীতল স্পর্শ লাভ করিয়াছে। তাঁহার অকাতর অর্থসাহায্য আজ গল্পের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এতসব গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তিনি ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ নেতা।

কাব্যিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাঁহার স্বপ্নভরা চোখের দৃষ্টি প্রমাণ করে যে, কতখানি ভাব কল্পনা তাঁহাকে কত কথা শুনাইয়াছে এবং যে ডাক তিনি শুনিতে পাইয়াছেন, তাহা দেশবাসীকে শুনাইতে চান। চিত্তরঞ্জন ছিলেন বাগ্মী। তাঁহার বক্তৃতামালা সাহিত্যরসে পূর্ণ। আবার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁহার সিদ্ধি। তাই বলা যায়, সর্বক্ষেত্রেই তিনি যেন এক যাদুস্পর্শ দিয়া গিয়াছেন।

দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী দিবস উপলক্ষে আমরা এই মহান্ পুরুষের চরণতলে আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আর এই সঙ্গে চিন্তা করিতেছি, তাঁহাকে চিন্তা করার প্রকৃত অধিকারী আমরা হইতে পারিয়াছি কি?

আজিমগঞ্জ নলহাটী লাইনে

ওয়াগন লুঠ

গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রি ৮ ঘটিকায় আজিমগঞ্জ হইতে নলহাটীগামী মালগাড়িটিকে বোখারা গ্রামের কিছু পূর্ব্বদিকে থামাইয়া দুষ্কৃতকারীরা একটী ওয়াগন ভাঙ্গিয়া তুলা, চিনি, ইত্যাদি মাল লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দেয়।

এই লাইনে ওয়াগন ব্রেকিং এই প্রথম এবং যদি এই কাজ অতি সত্বর নিবারণ করা না হয় তবে ভবিষ্যৎ পরিণতি খুব শোচনীয়। এই লাইনে মাঝে মাঝে যে ওয়াগন হইতে কয়লা চুরি হইয়া থাকে—তাহাতে দুষ্কৃতকারীদের স্পর্দ্ধা যে ছাড়াইয়া গিয়া বর্ত্তমানে ওয়াগন ব্রেকিংএ রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

পুলিশ নামেমাত্র তদন্ত করিয়াছে এবং কাহাকেও এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় নাই। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবং পুলিশের প্রতি তাঁহাদের আস্থা হারাইতেছে।

—সংবাদদাতা

বিদেশ যাত্রীর ডাইরীর কয়েক পাতা

—শ্রীশকুন্তলা চৌধুরী

এভাবে এক্সিটরে এগিয়ে চললো আমার দিনের পর দিন। একদিন ডিনারের পর British Council এ শ' এর একটা নাটকের অভিনয়ের জন্য রিহার্সাল দিতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় হলের ঘড়িতে দেখি রাত ৯টা বাজে অথচ চারিদিকে দিনের আলো ফট্‌ফট্ করছে। সূর্য্যের আভা তখনও স্পষ্ট। আরও মজা হল যখন দেখলাম ঐ সময় ইংলণ্ডে রাত ৩টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পূবদিক্ আলো করে নতুন দিনের রবি উঁকি মারছে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে ওখানের রাত ৩টার পর থেকেই দেখা যায় আলোর বন্যা, আর সূর্যাস্ত হয় রাত ১০ টায়। শীতের সময় আবার সব উল্‌টো। সকালে সূর্যোদয় হয় প্রায় ৮টা নাগাদ আর সন্ধ্যা হয় বিকেল ৩টে নাগাদ। তারপর সব অন্ধকার। অবশ্য ইলেকট্রিক আলোর কল্যাণে ইংলণ্ডে রাত না দিন বোঝাই ভার। সকাল যখনই হোক্ না কেন কাজের সময় বেলা ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্য্যন্ত। তবে শীতের সময় দেশে সরকারী নির্দ্দেশে এক ঘণ্টা ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেদিন থেকে যখন আগের ঘড়ি অনুযায়ী বেলা দশটা বাজলো তখন আমরা ধরলাম বেলা নয়টা বাজে। এই সময় শীতও পড়ে ভয়ানক। হঠাৎ দেখলাম গতকালও যেখানে জল জমে ছিল সবই আজ জমে বরফ হয়ে গেছে। জানালার কাঁচে পুরু হয়ে তুষার জমে আছে। দিনের মধ্যে প্রায়ই বৃষ্টির মত snowfall সুরু হতে দেখা গেল। তখন বাড়ীঘর, গাছপালা, পথঘাট বরফে ঢেকে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মোটর গাড়ীগুলো দেখলে মনে হয় সাদা তুলোর গাড়ী। ছেলেরা রাস্তায় তুষারের বল করে ছোঁড়াছুড়ি করে খেলা করে। ওদের দেখাদেখি আমিও একদিন একমুঠো তুষার হাতে নিয়ে বল তৈরী করতেই আমার হাত ঠাণ্ডায় ঝিন্ ঝিন্ করে উঠলো। সমস্ত হাত নীল হয়ে গেল। আর সে কি যন্ত্রণা! ওদের কিন্তু ওসব কিছুই হয় না। আমাকে তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে Heater জ্বালিয়ে হাত গরম করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে হয়েছিল। রাত্রে তখন Heater জ্বালিয়ে ঘর গরম করে নিতে হয়। অবশ্য যারা ধনী তাদের বাড়ীগুলি সবই Centrally Heated. সেই সব বাড়ীতে থাকার আরামও প্রচুর। সমস্ত স্কুল, অফিস, ইউনিভার্সিটি, ক্লাবঘর ইত্যাদি সবই centrally heated. শীতের শেষে বসন্তের আগমন সূচনা করে এপ্রিল মাস। চারিদিকে নানান্ রঙের ফুলের অপূর্ব্ব সমারোহ। রাস্তার ধারে লাল, নীল, সাদা রঙের ফুলের সারি। Words worth এর সেই হাজারে হাজারে daffodils দেখেছিলাম বাগানে বাগানে। পলিওনথিস, জেন্ডিলাওন, লিলিক মে, হর্থন ইত্যাদি কত রকমের ফুল। শীতের সময়ের মত অসময়ের বৃষ্টি এখন থাকে না। তাই এই সময় ওদের গান গাইতে শুনতাম "Rain Rain, Go tc Spain, Let me not see your face again" তখন রোদের প্রকোপও বেশ বাড়ে। তাই বসন্তের আগমনে ইংলণ্ডের সবাই যেন বলে ওঠে—"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগতটাকে"।

ছবির মত সুন্দর দেশটির সৌন্দর্য্য আমাকে একদিকে যেমন অভিভূত করেছিল, অন্যদিকে তাদের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিবিধ ব্যবস্থা আমার ব্রিটিশ জাত সম্বন্ধে বহু বদ্ধমূল ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছিল। অবচেতন মনে আমাদের দেশের শোষক ও শাসক হিসাবে ইংরেজ জাতের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধই কেবল জমেছিল পূর্ব্বে। কিন্তু যখনই চিন্তা করে দেখেছি যে কতটা নিষ্ঠা ও নিজের দেশের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য থাকলে তবে একটা ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসীরা পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে তখন ইংরেজ জাতির সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব নিজের থেকেই জেগে উঠত। এখানে শুধু তাদের দু' একটি কল্যাণমূলক বিধি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করবো।

দেশের কোথাও ভিক্ষুক দেখিনি। অবশ্য ভিক্ষা করার প্রয়োজন হয় না এখানে। বৃদ্ধ ও পঙ্গুদের জন্য বিশেষ সাহায্যের (Pension) ব্যবস্থা আছে। বেকারদের জন্য আছে বিশেষ ভাতা। যতদিন না তারা কর্মসংস্থান করতে পারছে ততদিনই তারা এ ভাতা পাবে। তাই মাসের প্রথম দিনে Pension নেওয়ার জন্য সমস্ত ডাকঘরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও পঙ্গুদের ভয়ানক ভাড়। তাদের জন্য Home এর ব্যবস্থাও আছে। গর্ভবতী মায়েরাও অতিরিক্ত খাদ্য ও দুধের জন্য বিশেষ ভাতা পায়।

শিক্ষা ব্যবস্থা—

ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করা আমাদের Course এর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এই সুযোগে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকারের হলেও শিক্ষা পরিচালনা করেন লোকাল এডুকেশন্যাল অথরিটি অর্থাৎ স্থানীয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠান।

পাঁচ থেকে সতের বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হলেও শিক্ষা সুরু হয় ২ বৎসর বয়স থেকে।

দুই থেকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত—নার্সারী
পাঁচ থেকে এগার বৎসর পর্য্যন্ত—প্রাথমিক
বার থেকে সতের বৎসর পর্য্যন্ত—সেকেণ্ডারী।

এগার বছর বয়সে এতদিন পর্য্যন্ত external পরীক্ষা চালু ছিল। সেই পরীক্ষার ফলাফলে স্থির হয় শিশুকে পরবর্ত্তী কোন্ রকমের সেকেণ্ডারী স্কুলে পাঠানো হবে, গ্রামার, মডার্ণ অথবা টেকনিক্যাল। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন চলছে। এর পরিপেক্ষিতে comprehensive স্কুল নামে এক প্রকার নতুন ধরণের স্কুল চালু হয়েছে—সেখানে একই স্কুলে শিশুর প্রবণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা আছে। তবে এ সবের পাশাপাশি ব্যয়বহুল Public স্কুলগুলিও চালু আছে। এইগুলি সবই আবাসিক এবং তার শিক্ষাগত মানও খুব উঁচু।

ষোল বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েরা Ordinary level এ পরীক্ষা দেয় তারপর দু'বছর পরে তারা Advance level এ পরীক্ষা দেয়। যে সব ছাত্র-ছাত্রীর পাঁচটি বিষয়ে Ordinary level থাকে এবং অন্ততঃ দু'টি বিষয়ে 'A' level থাকে তারাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি পড়বার প্রবেশাধিকার পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রবেশাধিকার পায় তাদের প্রত্যেকের পড়ার যাবতীয় খরচ বহন করেন সরকার।

এছাড়া—পেশাগত শিক্ষা দেবার জন্য Technical college আছে। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে Hair dressing পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের পাঠ্যক্রম আছে তবে টিচারস্ ট্রেনিং কলেজগুলি স্বতন্ত্র।

এক্সিটরে আমিই একমাত্র বাঙ্গালী ছিলাম। কারণ, সে বছর পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের মধ্যে থেকে একমাত্র আমিই ব্রিটিশ সরকার ও ভারত সরকার কর্তৃক কমনওয়েলথ স্কলারশিপের জন্য মনোনীতা হয়েছিলাম। তবে ভারতীয় দু'এক জন সেখানে ছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণে হোক্ আমাকেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য ওখানের কাউন্টি কাউন্সিলের উইমেন্স কমিটি নিমন্ত্রণ করেন। সেই চুক্তি অনুযায়ী আমি ডেভনশায়ারের বহু জায়গায় ভারতের ছোটখাট রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে ভারত-সংস্কৃতি তথা ভারতের বৈষয়িক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তৃতা করি। অবশ্য তার জন্য আমি পারিশ্রমিক পেয়েছিলাম। বক্তৃতার শেষে আমাকে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করা হতো। যেমন একজন জিজ্ঞাসা করলেন—যে "এখনও আপনাদের দেশে বাবা-মা ছেলেমেয়েদে[র] জন্য পাত্র-পাত্রী পছন্দ করেন? বা গরুকে আপনারা পূজা করেন কেন? গরু বুড়ো হলে তাকে কেন অযথা খাওয়ানো হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

International Night এ আমি ভারতের পক্ষে বাতি জ্বালাবার ও বক্তৃতা দেওয়ার নিমন্ত্রণ পাই। সেবার এক মজার ঘটনা ঘটে। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় Mr. Carne আমাকে বললেন, যে আমি নাকি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছি তাই এখানের দৈনিকপত্রে আমার ফটো বার হয়েছে। আমিও আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম গত রাত্রের ছবিটি কাগজে ছাপানো হয়েছে। অবশ্য উদ্যোক্তরা পরে আমাকে তার এক কপি ফটো পাঠিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ

নূতন পোষ্ট অফিস

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে ঘোড়শালা গ্রামে গত ২রা নভেম্বর সোমবার একটি পোষ্ট অফিস খোলা হয়েছে। ঘোড়শালা, বাঘা, মঙ্গলজন, উমরপুর, মিঞাপুর, কাঁকুড়িয়া, সাধুয়া, খুড়িরপাড়া, নিস্তা, জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশন প্রভৃতি গ্রামসমূহের চিঠিপত্রাদি, রেজিষ্টারী, পার্শেল, মনিঅর্ডার এই পোষ্ট অফিস হ'তে বিলি হবে।

'বাংলা মায়ের দধীচি মুনি সে'

—অবনীকুমার রায়

(দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার আয়োজিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পঠিত)

অনেকদিন আগেকার কথা। ১৯২৫ এর। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের। তখন আমরা নবম শ্রেণীতে পড়ি।

তবু আজো মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে। সেই নিদারুণ সংবাদ ছড়িয়ে প'ড়্লো সারা বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে, বোধ হয় সারা পৃথিবীতে।—নাই, নাই, 'বাংলা মায়ের দধীচি মুনি সে।'

ইংরাজ শাসকের দীর্ঘদিনের উৎপীড়নে দীর্ঘ রোগভোগের পর দার্জিলিঙে নিবে গেছে ভারতের একটা মহাপ্রাণ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বাংলা মায়ের দধীচি মুনি।

ক্ষুদ্র জঙ্গিপুর শহরেও শোকের ছায়াপাত হ'য়েছে। বিষণ্ণ জঙ্গিপুর-বাসী। শোকের ছায়া দিকে দিকে।

তবু দাদারা ঠিক ক'রলেন শোকমিছিল বের ক'রতে হবে। একটা সময়োপযোগী গান চাই।

পাঠানো হ'লো আমাদের কয়েকজনকে আপনাদের অতি পরিচিত দাদাঠাকুরের (স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মশাইএর) কাছে। সময়োপযোগী একটা গান বেঁধে দিতে হবে।

খবর দিতেই বেরিয়ে এলেন পণ্ডিত কাকা (আমরা তাঁকে পণ্ডিত কাকা ব'লেই ডাকৃতাম)। চক্ষু রক্তবর্ণ। চোখ দিয়ে তখনো জল পড়্ছে।

ব'ল্লাম, 'আমরা শোকমিছিল বের ক'র্বো, একটা গান লিখে দিন।'

কাঁদ্তে কাঁদ্তে ব'ল্লেন দাদাঠাকুর, 'এই কি গান লিখ্বার সময় রে, বাবা। আর এই কি গান গেয়ে মিছিল বের করার সময়। তা, আর কারো কাছ থেকে লিখে নে গে, যা।'

ফিরে এলাম। সেদিন মিছিল বেরিয়েছিল বটে, গান কিন্তু হয় নি। পরবর্ত্তীকালে এই ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে গান গেয়ে মিছিল বেরিয়েছিল। দাদারা আগে আগে গান গেয়ে চ'লেছেন, আর আমরা দোহারী ক'র্ছি—

বাংলা মায়ের দধীচি মুনি সে,
মায়ের পূজা না হ'তে শেষ,
গিয়াছে ছাড়িয়া ধরার বক্ষ,
শূন্য করিয়া বাংলা দেশ।

তারপর তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে খবরের কাগজে অনেককিছু প'ড়েছি। কিন্তু সবই ভুলে গেছি। তবু আজো মনের মাণকোঠায় অম্লান হ'য়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সেই দু'টো লাইন—

এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

আর মনে আছে নজ্‌রুল ইস্‌লামের, 'চিত্তকুঁড়ি হাস্‌নুহানা মৃত্যুসাঁঝে ফুটলো গো।'

আর একদিনের কথা মনে আছে। তখন আমরা কলেজে প'ড়্‌তে আরম্ভ ক'রেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র আন্দোলন চ'ল্‌ছে। বাসন্তী দেবী আমাদের নেতৃত্ব নিয়েছেন। আমার মতো গরীব ছাত্রের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দেওয়া সম্ভব না হ'লেও খানিকটা যুক্ত ছিলাম্‌ এর সঙ্গে। সেই উপলক্ষ্যে একদিন সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম মাতা বাসন্তীর কাছে। অনেক কথাই হ'য়েছিল। আজ তার কিছুই মনে নাই। শুধু মনে আছে,—ফিরে আসার সময় তাঁকে প্রণাম করার পর তিনি ব'লেছিলেন, 'তোদের দেশবন্ধু যা সমাপ্ত ক'র্‌তে পারেন নি, তোরা যেন তা সমাপ্ত ক'রতে পারিস, এই আশীর্বাদ করি।'

দেশবন্ধু হয় তো তাঁর কাজ শেষ ক'রতে পারেন নি। কিন্তু কি না ক'রেছেন তিনি দেশের জন্য।

ধনীর দুলাল, চরম বিলাসী, যেন রূপকথার রাজপুত্র। গল্পো শুন্‌তাম তাঁর পোষাক নাকি প্যারিস্‌ থেকে ধুয়ে আসতো। হয় তো তা গল্পো।

কিন্তু সেই অতি বিলাসী ধনীর দুলাল দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বাংলাদেশের দধীচি মুনি।

বোধ হয় তার চেয়েও বেশী। আবাল্য সন্ন্যাসী দধীচির পক্ষে অস্থিদান হয় তো সহজ। কিন্তু বিলাসী চিত্তরঞ্জনের পক্ষে সর্বস্ব দান শুধু মহান নয়, আরো বেশী। দেউলিয়া পিতার প্রচুর ঋণ পরিশোধ করার কোন আইনগত দায়িত্বই তাঁর ছিল না। কিন্তু বিবেকের প্রেরণায় তা তিনি ক'রেছিলেন।

ঝানু ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন ইংরাজ আইনের নাগপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এলেন বিপ্লবী বোমকেশের আসামী শ্রীঅরবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরো কত জনকে। হৈ হৈ প'ড়ে গেল দেশে। তাঁর মাসিক আয় বারতে বারতে দাঁড়াল মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু নিরাশক্ত এই মহামানব। অর্থ যেন খোলাং কুচি। কোন আকর্ষণই নাই তার প্রতি। দু'হাতে দান ক'রেছেন; কিন্তু প্রচার চান নি। ডানহাত দান ক'রতো, তো বাঁহাতও জান্‌তে পারতো না।

ক্ষুরধার বুদ্ধি তরুণ চিত্তরঞ্জনের। নির্ভীক তাঁর স্বদেশ প্রীতি। বিলেতের পার্লামেন্টে দাদাভাই নৌরজীর নির্বাচন নিয়ে যখন সমস্ত ইংরাজ ভারতের কুৎসা প্রচারে ব্যস্ত, তখন তরুণ ছাত্র চিত্তরঞ্জন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তিনি তখন বিলেতে আই, সি, এস প'ড়্‌তে এসেছেন। কিন্তু এর পর আই, সি, এস পরীক্ষা দেবার অনুমতি তিনি পেলেন না। ভীত হ'লো ইংরাজ শাসক এই দেশপ্রেমিক নির্ভীক যুবকের দেশাত্মবোধে। তাই আই, সি, এসের বদলে তিনি হ'লেন ব্যারিষ্টার। এবং বোধহয় এইটায় ছিল বিধাতার ইচ্ছা। তা না হ'লে দেশের কাজ ক'র্‌তো কে?

অপূর্ব ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত তাঁকে কেউ ক'র্‌তে পারেন নি, গান্ধীজীও নয়। তাই তো দেখা গেল সেদিনের কংগ্রেসে স্বতন্ত্র একটি দল,—স্বরাজ্য দল, দেশবন্ধুর দল।

তবু দেশ, দেশ। তারজন্য সব কিছুই তিনি ত্যাগ ক'র্‌বেন। দান ক'র্‌লেন তিনি তাঁর সর্বস্ব, শেষে বাড়ীখানা পর্যন্ত। যার নাম হয়েছে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন। এবার সর্বত্যাগী তিনি, বাংলা মার দধীচি মুনি।

দেশের শিক্ষার দিকটাও তিনি ভুলে যান নি। বুঝেছিলেন,—বিদেশী শাসকের প্রয়োজনে বিদেশী ধাঁচের এই 'clerkmaking education' জাতির কোন প্রয়োজনে লাগবে না। তাই তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন জাতীয় মহাবিদ্যালয়, যার অধ্যক্ষ ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

সেদিন ক্ষুদ্র শহর এই জঙ্গিপুর শ্রদ্ধা জানিয়েছিল দেশবরেণ্য এই মহাপুরুষকে। তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল 'দেশবন্ধু পাঠাগার,' যার সঙ্গে পরবর্ত্তীকালে 'যতীন দাশ পাঠাগার' মিলিত হ'য়ে তার নাম হ'য়েছে 'দেশবন্ধু যতীন দাশ পাঠাগার'।

আজো জঙ্গিপুরবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রছে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীর এই পবিত্র দিনে। তিনি যে বাঙ্গালীর আদর্শ, সেই বাঙ্গালী বাংলার এই ঘোর দুর্দিনে তাঁরই আদর্শ গ্রহণ ক'রে ধন্য হোক্‌।

১৭ ইঞ্চি গাছে নারিকেল

সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামের শ্রীদোলগোবিন্দ বাগচী মহাশয় জানাচ্ছেন—তিনি ৫/৬ বৎসর পূর্ব্বে নশীপুর মেলা থেকে ৫টী নারিকেল চারা এনে নিজের গৃহ-সংলগ্ন জমিতে লাগান। ঐ গাছগুলির মধ্যে একটি গাছে ১৭ ইঞ্চি কাঠ হয়েছে এবং উহাতে ৬টী ডাব ধরেছে। আর একটী গাছে ৪ হাত লম্বা কাঠ হয়েছে এবং সেটাতেও কাঁদি দেখা দিয়াছে। এতদঞ্চলে বর্ত্তমানে বহু নারিকেল গাছ আছে কিন্তু ১৭ ইঞ্চি কাঠ বাঁধা গাছে নারিকেল ধরেছে বলে শোনা যায় নি।

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে জঙ্গীপুর মহকুমার ফেরীঘাট ও খুটাগাড়ি ঘাটসমূহ নিম্নলিখিত স্থান, তারিখে ও সময়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে সন ১৩৭৮ সালের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নিলামে অংশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ জঙ্গীপুর মহকুমার সরকারী অফিস সমূহে ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অফিসগুলিতে নিলামের সর্তাবলী সংশ্লিষ্ট থানার ঘাটসমূহের তালিকা দেখিতে পাইবেন।

রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের ফেরিঘাট সমূহ ইংরেজী ২৫-১১-৭০ তারিখে বেলা ১১টা হইতে,
স্থান—জে, এল, আর, ও অফিস, রঘুনাথগঞ্জ।

সাগরদীঘি সার্কেলের ফেরীঘাট সমূহ ইংরেজী ৩০-১১-৭০ তারিখে বেলা ১১টা হইতে,
স্থান—জে, এল, আর, ও অফিস, সাগরদীঘি।

ধুলিয়ান সার্কেলের ফেরীঘাট সমূহ ইংরাজী ২৪-১১-৭০ তারিখে বেলা ১১টা হইতে,
স্থান—জে, এল, আর, ও অফিস, ধুলিয়ান।

Subdivisional Land Reforms Officer,
Jangipur. 4. 11. 70

জঙ্গিপুর মিউনিসিপাল এলাকায় বিভিন্ন স্থানে চুরি

গত ৩রা নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রিতে জঙ্গিপুর শহর সংলগ্ন ছোটকালিয়াই পল্লীতে শ্রীপ্রকাশচ সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীর ঠাকুরঘর হইতে দুই মণ

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পঞ্চম পৃষ্ঠার জের

ধান, পূজার বাসন, কাঁসর-ঘণ্টা চুরি গিয়াছে। চোরে বিগ্রহগুলি উল্‌টাইয়া ভিতরে কিছু ধনসম্পত্তি আছে কিনা দেখেছে। লক্ষ্মীপূজার হাঁড়ির সব দ্রব্য ঢেলে ফেলেছে। একেই বলে চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

গত ২১শে কার্ত্তিক শনিবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির সন্নিকটে সদর রাস্তার উপরে শ্রীঅতুল সাহা মহাশয়ের দোকান ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া চোরে ১ টীন দালদা, ১ পেটী চারমিনার সিগারেট ইত্যাদি ও নগদ ১৫০ টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে।

গত ২০শে কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রে জঙ্গিপুর ললিহাপাড়ায় কলেজ হোষ্টেলের নিকটে অবস্থিত একটি ময়দা পেষা কলের চাকী, মোটর ও ষ্টার্টার চোরে লইয়া গিয়াছে। কলের মালিক ইসলামপুর (দাঁড়ার ধার) নিবাসী ইসমাইল মণ্ডল সাহেব রমজানের জন্য বেলা ৫ ঘটিকায় ঘরে তালা দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পর দিন সকালে এসে দেখেন কিছুই নাই।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর মধ্যে উভয় পারে দুইটী পুলিশ ফাঁড়ি ও থানা থাকা সত্ত্বেও এইরকম চুরির কোন কিনারায় হচ্ছে না। উপরোক্ত বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

গত বৃহস্পতিবার আকাশবাণী ভবনের সামনে দেশবন্ধুর ব্রোনজ মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে কেউ বাংলায় কিছু বলেন নি।

বাংলা ও বাংলার বাইরে বাংলা যে মার খাচ্ছে, তার প্রমাণ! 'কিতনা বদল গয়া ইনসান'।

* * *

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ঠিকই বলেন: 'মূর্ত্তি নির্মাণের টাকাটা গরীবদের বিলিয়ে দিন।'

—তাঁর আশঙ্কা ছিল, দেশবন্ধু পাছে দেশ ও দশের দুশমন হয়ে দাঁড়ান।

* * *

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা হয়ত ভাবছেন ভারতে না আসাই ছিল ভাল। কারণ আসামাত্রই দেখলেন স্বামী দেশপ্রিয় অনেকের অপ্রিয় হয়েছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় সফরে এসে পোলিশ (Polish) প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সঙ্গীরা মৃত্যুর মুখোমুখি। প্রাণ দিলেন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওলনিয়াক।

—পাকিস্তান আজও Polish (-ed) হতে পারল না!